# শিশু শিক্ষায় ইসলাম

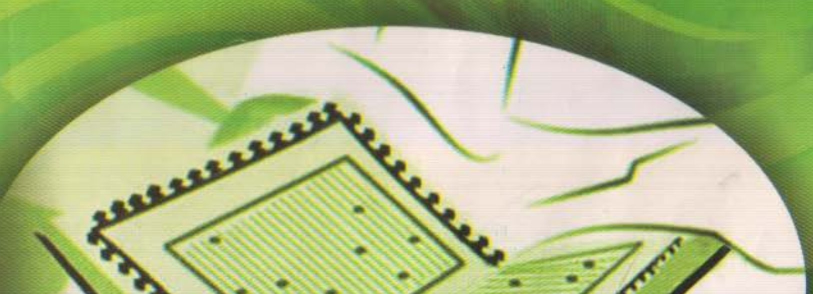

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
সাবেক এমপি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# শিশু শিক্ষায় ইসলাম

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি

www.pathagar.com

# শিশু শিক্ষায় ইসলাম

**অধ্যাপক মুজিবুর রহমান** সাবেক এমপি

**প্রকাশনায়**

**কল্যাণ প্রকাশনী**

**পরিচালনায়**

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

৪৩৫, এফিল্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭

মোবাইল : ০১৫৫২৩২৭৫৯৩

**প্রথম প্রকাশ**

আগস্ট - ২০১৪

শ্রাবণ - ১৪২১

শাওয়াল - ১৪৩৫

**নির্ধারিত মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র**

**মুদ্রণ**

আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

---

**Shishu Shikkhai Islam** By Prof. Mujibur Rahman Ex.MP, Kalyan Prokasoni, 435, Elephant Road, Bara Moghbazar, Dhaka-1217, Bangladesh. 1st Publication: August 2014.

**Fixed Price : 25.00 Taka Only.**

www.pathagar.com

# ভূমিকা

## নাহমাদুহু অনুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম-

'প্রত্যেক শিশুই ফিতরাতের উপর জন্ম গ্রহণ করে। অর্থাৎ ইসলামের উপর জন্ম গ্রহণ করে'- হাদীস। এরপর তার মা-বাবা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু, অগ্নিপূজক ইত্যাদি বানায়। এক কথায় নিজের সন্তানকে পথভ্রষ্ট করার জন্য বাবা-মাই-ই দায়ী। তাই শিশুকে ইসলামের উপর গড়ে তোলার মহান দায়িত্ব মা-বাবাকেই পালন করতে হবে। শিশুদের সাথে ভালো করে কথা বলতে হবে। শিশুদের খারাপ ভাষায় কথা বলবেন না, চিৎকার দিয়ে কথা বলবেন না। সুন্দর করে কথা বলুন। সুন্দর করে কথা না বলে আমরা আসলে ওদের অনেক ক্ষতিই করি। অথচ একটু সুন্দর করে কথা বলে আমরা ওদের মাঝে দিতে পারি চরম আত্মবিশ্বাস।

আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদত করার জন্য। শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবক, যুবক থেকে বৃদ্ধ- এভাবেই মানুষের জীবন সমাপ্ত হয়। প্রত্যেক শিশুই ইসলামে জন্ম গ্রহণ করে'- ছোট থেকেই তাদেরকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে যাতে ইবাদতের ধারণা পেয়ে যায়।

শিশুরা হচ্ছে জাতির ভবিষ্যত এবং একই সাথে সমাজের সবচেয়ে দূর্বল অংশ। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু তাকেই বলে যাকে লালন পালন করতে হয়, যে ভালো মন্দ বিচার করতে অক্ষম, ক্ষতিকর ও কষ্টকর জিনিস থেকে আত্মরক্ষা করার অযোগ্য। নিজের জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনের দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম। **বাংলাদেশে ১৮ বছরের কম বয়সের জনসংখ্যা ৬ কোটি ৩০ লক্ষ যা মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ।**

শিশুকে ইসলামের উপর যোগ্য ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলার মহান দায়িত্ব মা-বাবাসহ সমাজের সকলকেই পালন করতে হবে। শিশুদের প্রতিটি কাজকে সুন্দর করে উত্তম ভাবে মূল্যায়ন করে প্রতিটি শিশু ইসলামের চিন্তায় গড়ে উঠুক এমন কামনা যে সব পিতা-মাতার আছে তাদের জন্যই এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আল্লাহ কবুল করুন। অমা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

**মুজিবুর রহমান** সাবেক এমপি
ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

# সূচিপত্র


- বিয়ের সময়ই সতর্ক হওয়া ০৬
- কানে আজান একামত ০৬
- আকীকা ০৬
- শিশুর নাম নির্বাচন ০৭
- নাম রাখার ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা ০৭
- ইসলামে যে সব নাম রাখা নিষেধ ০৮
- নামকে বিকৃত করে না ডাকা ০৯
- নামের পূর্বে অতিরিক্ত মুহাম্মদ ০৯
- সঙ্গী নির্বাচন ০৯
- পোশাক ১০
- শিশু সংজ্ঞা ১০
- কিশোর-কিশোরী ১০
- প্রতিবন্ধী শিশু ও অটিস্টিক শিশু ১১
- শিশু শ্রম নিরসন ১১
- শিশুদের জন্য লড়াই করা ১২
- বাপের চেয়ে মায়ের হক বেশি ১২
- সন্তান পালনকারীর বৈশিষ্ট্য ১৩
- বাংলাদেশের অপুষ্টিজনিত শিশু ১৩
- মা শাক-সব্জি খেলে শিশুর পেট ভাল থাকে ১৩
- শিশুদের অনাকাংখিত আচরণ ১৪
- ভয়ংকর সাবধানবাণী ১৪
- প্রথম সবক 'আল্লাহ' ১৪
- পেশাব পায়খানা ১৫
- কচি হাতে সালাম মুসাফাহ ১৫
- আজেবাজে কথার বদলে ভালো কথা ১৫
- দুধ খাওয়ানোর মজুরী ১৬
- কতদিন পর্যন্ত লালন পালন ১৭
- ছেলে কে পাবে বাবা না মা? ১৮


www.pathagar.com

- নামাজের অভ্যাস সাত বছর থেকেই ১৮
- সফরে শিশুর অবস্থান ১৯
- শিশুদের রোযা পালন ১৯
- শিশুরা আমানত ২০
- শিশুদের শাসন করা ২০
- শিশু অনুকরণ প্রিয় ২০
- কেমন শিক্ষকের কাছে পড়াবেন ২১
- শিক্ষা দেয়ার বিষয় ২১
- তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ২১
- সন্তান দুনিয়ার জীবনে সৌন্দর্য ২২
- মেয়েকে জীবিত পুঁতে ফেলত ২২
- ইসলামে মেয়েদের মর্যাদা ২৩
- শিশুদের আদর করা সুন্নাহ ২৪
- আদব কায়দা ২৫
- শিশুদের খেলনা ২৫
- শিশুদের কান্নায় নামাজ সংক্ষেপ হয় ২৫
- শিশুদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসা ২৬
- দানের সময় সমতা বজায় ২৬
- ছেলেকে বেশি মেয়েকে কম? ২৭
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিশুপ্রীতির আরো ঘটনা ২৭
- পুরস্কার দেয়া ২৮
- কথা দিয়ে কথা রক্ষা করা ২৮
- সন্তানের অধিকার ২৮
- চোখ শীতলকারী ২৮
- সকলে একই সাথে জান্নাতে থাকার দোয়া ২৯
- সর্বশেষ প্রহার এর শক্তি প্রয়োগ ৩০
- শিশুদের চুম্বন ৩১
- গায়ে পেশাব করলে রাগ না করা ৩১
- উপসংহার ৩২


www.pathagar.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# শিশু শিক্ষায় ইসলাম

## বিয়ের সময়ই সতর্ক হওয়া

সতর্ক হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সাধারণত চারটি জিনিস দেখে লোকেরা বিয়ে করে থাকে–

১. সম্পদ ২. বংশ ৩. সৌন্দর্য ৪. দ্বীনদারী তবে তোমরা অন্য কিছু থাক বা না থাক দ্বীনদার স্ত্রী গ্রহণ করবে। অন্যথায় তোমাদের কপাল পুড়বে।

তারপর তিনি বললেন– "সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিয়ে করবে না, হতে পারে এ সৌন্দর্য তাদের ধ্বংস টেনে আনবে। তাদের ধন-সম্পদ দেখে বিয়ে করো না হতে পারে সম্পদের ঔদ্ধত্যে তারা নাফরমানী করতে পারে। তবে তাদের দ্বীনদারী দেখে বিয়ে করো।" (ইবনে মাজাহ)

## কানে আজান একামত

সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথে ডান কানে আজান দিতে হবে বাম কানে একামত দিতে হবে।

হযরত আবু রাফে (রা.) বর্ণিত তিনি বলেন, হাসান বিন আলী ভূমিষ্ঠ হবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিশু হাসানের কানে আজান দিতে দেখেছি। মায়ের পক্ষেই সন্তানের কানে আজান একামত দেয়া সহজ।

## আকীকা

শিশু জন্মের আগেই মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় গর্ভবতী মা ও শিশুর যত্ন নিতে হবে। ভালো স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা চালাতে হবে।

জন্মের পর ৭ম দিনে আকীকা (মেয়ের জন্য এক ছাগল ছেলের জন্য ২ ছাগল) দিতে হবে ও সুন্দর অর্থপূর্ণ নাম রাখতে হবে।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– হাশরের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নামে ও সন্তানের নামে ডাকা হবে। সুতরাং উত্তম নাম রাখো। (আবু দাউদ)

## শিশুর নাম নির্বাচন

শিশুর জন্য একটি সুন্দর ইসলামী নাম রাখা প্রত্যেক মুসলিম পিতা-মাতার কর্তব্য। ইসলামী নাম রাখার আগ্রহ থাকার পরও অজ্ঞতাবশত আমরা এমনসব নাম নির্বাচন করে ফেলি যেগুলো আদৌ ইসলামী নামের আওতাভুক্ত নয়। শব্দটি আরবী অথবা কুরআনের শব্দ হলেই নামটি ইসলামী হবে তা নয়।

ব্যক্তির নাম তার স্বভাব চরিত্রের উপর প্রভাব ফেলে বলে বর্ণিত আছে। হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে মুসলিম ও কাফের দুইপক্ষের মধ্যে টানাপোড়নের এক পর্যায়ে আলোচনার জন্য 'সুহাইল ইবনে আমর' নামে এক ব্যক্তি এগিয়ে এল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইল নামে আশাবাদী হয়ে বলেন: "সুহাইল তোমাদের জন্য সহজ করে দিতে এসেছেন।" সুহাইল যার অর্থ হচ্ছে- অতিশয় সহজকারী। তিনি বলেছেন: "গিফার (ক্ষমা করা) কবিলা তথা গোত্রের লোকদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিন। আসলাম (শান্তিময়) কবিলা বা গোত্রের লোকদেরকে আল্লাহ শান্তি দিন।

## নাম রাখার ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা

**এক.** নবজাতকের নাম রাখার সময়কালের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনটি বর্ণনা রয়েছে। শিশুর জন্মের পরপরই তার নাম রাখা। শিশুর জন্মের তৃতীয় দিন তার নাম রাখা। শিশুর জন্মের সপ্তম দিন তার নাম রাখা। যে কোনোটির উপর আমল করা যেতে পারে। এমনকি কুরআনে আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো নবীর নাম তাঁদের জন্মের পূর্বে রেখেছেন মর্মে উল্লেখ আছে।

**দুই.** আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "তোমাদের নামসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে– আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান।" এ নামদ্বয় আল্লাহর প্রিয় হওয়ার কারণ হল- এ নামদ্বয়ে আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি রয়েছে।

www.pathagar.com

**তিন.** যে কোনো নবীর নামে নাম রাখা ভাল। যেহেতু তাঁরা আল্লাহর মনোনীত বান্দা। হাদিসে এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "তোমরা আমার নামে নাম রাখ। আমার কুনিয়াতে (উপনামে) কুনিয়ত রেখো না।"

**চার.** নেককার ব্যক্তিদের নামে নাম রাখাও উত্তম। নেককার ব্যক্তিদের শীর্ষস্থানে রয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবায়ে কেরাম। তারপর তাবেয়ীন। তারপর তাবে-তাবেয়ীন। এরপর আলেম সমাজ।

**পাঁচ.** নাম রাখা নিয়ে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা ও বিড়ম্বনা দেখা যায়। বাবা-মা শিশুকে এক নামে ডাকে। খালারা বা ফুফুরা আবার ভিন্ন নামে ডাকে। এ ব্যাপারে শাইখ বাকর আবু যায়দ বলেন, "নাম রাখা নিয়ে পিতা-মাতার মাঝে বিরোধ দেখা দিলে শিশুর পিতাই নাম রাখার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। "তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত।" (সূরা আহযাব : ৫)

**ছয়.** কোনো ব্যক্তির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য তাকে তার সন্তানের নাম দিয়ে গঠিত কুনিয়ত বা উপনামে ডাকা যেতে পারে। যেমন- কারো বড় ছেলের নাম যদি হয় "উমর" তার কুনিয়ত হবে আবু উমর (উমরের পিতা)।

**সাত.** যদি কারো নাম ইসলাম সম্মত না হয়; তাহলে এমন নাম পরিবর্তন করা উচিত। যেমন- একজন সাহাবীর সাথে 'হাকাম' শব্দটি সংশ্লিষ্ট হয়েছিল, কিন্তু হাকাম আল্লাহর খাস নামসমূহের একটি; তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পরিবর্তন করে দিয়ে তাঁর নাম রেখেছেন আবু শুরাইহ।

**আট.** আমাদের দেশে বাংলা শব্দে নাম রাখার প্রবণতা দেখা যায়। "নাম রাখার মূলনীতি হচ্ছে- নবজাতকের যে কোনো নাম রাখা জায়েয; যদি শরিয়তে এ বিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকে।"

## ইসলামে যে সব নাম রাখা নিষেধ

আব্দুশ শামস (সূর্যের উপাসক), আব্দুল মোত্তালিব (মোত্তালিবের দাস), আব্দুল কালাম (কথার দাস), আব্দুল কাবা (কাবাগৃহের দাস), আব্দুন নবী (নবীর দাস), গোলাম রসূল (রসূলের দাস), গোলাম নবী (নবীর দাস), আব্দুল আলী (আলীর দাস), গোলাম মুহাম্মদ (মুহাম্মদের দাস), গোলাম মহিউদ্দীন (মহিউদ্দীন এর দাস) ইত্যাদি।

www.pathagar.com

## নামকে বিকৃত করে না ডাকা

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় নামের মধ্যে 'আব্দ' শব্দটা থাকলেও ডাকার সময় 'আব্দ' শব্দটা ছাড়া ব্যক্তিকে ডাকা হয়। যেমন আব্দুর রহমানকে ডাকা হয় রহমান বলে। আব্দুর রহীমকে ডাকা হয় রহীম বলে। এটি অনুচিত। এমনকি অনেক সময় আল্লাহর নামকে বিকৃত করে ডাকার প্রবণতাও দেখা যায়। এ বিকৃতির উদ্দেশ্য যদি হয় আল্লাহকে হেয় করা তাহলে ব্যক্তির ঈমান থাকবে না।

মানুষ যে উপাধির উপযুক্ত নয় অথবা যে নামের মধ্যে মিথ্যাচার রয়েছে এমন নাম রাখা উচিত নয়। যেমন- শাহেনশাহ (জগতের বাদশাহ) বা মালিকুল মুলক (রাজাধিরাজ) নাম নির্বাচন করা।

দাম্ভিক ও অহংকারী শাসকদের নামে নাম রাখা। যেমন- ফেরাউন, হামান, কারুন, শয়তান ও ইবলিস নামে নাম রাখা।

যে সকল নামের অর্থ মন্দ। শালীনতার পরিপন্থী কোন শব্দকে নাম বা কুনিয়ত হিসেবে গ্রহণ করা। যেমন, কালব (কুকুর) মুররা (তিক্ত) হারব (যুদ্ধ)।

একদল আলেম কুরআন শরীফের মধ্যে আগত অস্পষ্ট শব্দগুলোর নামে নাম রাখাকে অপছন্দ করেছেন। যেমন- ত্বহা, ইয়াসীন, হামীম ইত্যাদি।

## নামের পূর্বে অতিরিক্ত মুহাম্মদ

**ছয়ঃ** দ্বৈতশব্দে নাম রাখা যেমন- মোহাম্মদ আহমাদ, মোহাম্মদ সাঈদ। মুসলিমদের নামকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নাম থেকে চিহ্নিত করার নিমিত্তে "শ্রী" শব্দের পরিবর্তে "মুহাম্মদ" লেখার প্রচলন সে প্রেক্ষাপটে শুরু হয়েছিল সে প্রেক্ষাপট এখন অনুপস্থিত। তাই নামের পূর্বে অতিরিক্ত মুহাম্মদ শব্দ যুক্ত করার কোন প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে নেই।

## সঙ্গী সাথী নির্বাচন

সঙ্গী সাথী নির্বাচন সন্তানের সঙ্গী সাথী নির্বাচন একটা বিরাট নিয়ামত। ভালো বন্ধু তাকে ভালো বানাতে পারে আবার খারাপ সঙ্গী সাথী হলে জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের মধ্যে অবস্থান করে। তোমাদের দেখা উচিৎ কার সাথে বন্ধুত্ব করছো। (আহমাদ, আবু দাউদ, হাকেম, তিরমিযি)

## পোশাক

১. ছেলেমেয়েদের পোশাক দেখতে হবে– যেন ছেলের পোশাক মেয়ে না পরে আবার মেয়ের পোশাক ছেলে না পরে।

২. বিজাতীয় ভিন্ন সভ্যতার পোশাক পরা উচিৎ নয়।

৩. সন্তান সন্ততির মনে সর্বদা আল্লাহর ভয় তৈরি হয় এমন পোশাক, এমন পরিবেশ তাদের সুরক্ষা করতে হবে।

## শিশু সংজ্ঞা

শিশু বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলতে আঠারো বছরের কম বয়সী বাংলাদেশের সকল ব্যক্তিকে বুঝাবে। শিশু আইন, ২০১৩- ২.১ অনুযায়ী; বিদ্যমান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণ কল্পে, অনুর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসাবে গণ্য হইবে।

## কিশোর-কিশোরী

কিশোর-কিশোরী বলতে ১৪ বছর থেকে ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদেরকে বুঝাবে- ২.২।

ইসলামে ছেলের স্বপ্নদোষ হওয়া ও মেয়ের মাসিক হায়েজ পর্যন্ত সময়সীমা। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তাকে লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ওয়াজিব। এ ব্যাপারে অবহেলা করলে শিশুটির জীবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সন্তান পালন একটা যৌথ অধিকার ও র্কতব্য। শিশু লালিত পালিত হওয়া এটা তার অধিকার। পিতা-মাতা উভয়কেই এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। লালিত-পালিত হওয়ার জন্য যখন মা ছাড়া আর কেউ না থাকে তখন মাকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মা সন্তান পালনে অগ্রাধিকারী।"

মুসলিম পারিবারিক আইন (ড. ইউসুফ মুসা) "যতদিন শিশু দুধের উপর নির্ভরশীল ততদিন মায়ের এ অধিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। কারণ মা অন্য সবার চেয়ে তার প্রতি স্নেহশীল এবং তার সেবায় অধিকতর সহনশীলা।"

www.pathagar.com

১৯৯০ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (Convention on the Rights of the Child, CRC) ১৯৮৯ এ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনকারী প্রথম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ১৯৯৪ সালে জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করা হয়।

শিশু স্বাস্থ্য ও শিশু শিক্ষা, বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা, শিশুদেরকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা,শিশুর জন্য মানসম্পন্ন বিনোদন, খেলাধুলা, শিশু পার্ক স্থাপন, দুর্যোগকালীন সময় আশ্রয়কেন্দ্রে শিশুদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা করা, সকল প্রকার সহিংসতা, শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন এবং শোষণের বিরুদ্ধে শিশুদের সুরক্ষা, মাদক ব্যবহার প্রতিরোধ নিশ্চিত করতে হবে।

## প্রতিবন্ধী শিশু ও অটিস্টিক শিশু

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ অনুযায়ী সকল ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুর স্বীকৃতি ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার, সমাজের মূলধারায় একীভূত থাকা তাদের শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

## শিশু শ্রম নিরসন

দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে অনেক শিশু বিভিন্ন শ্রমে নিয়োজিত থাকে। শিশুশ্রম পর্যায়ক্রমে নিরসন, ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুকে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসাবে নিয়োগ হতে বিরত রাখা, দুঃস্থ শিশুদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার পাশাপাশি মাসিক মাসোহারা প্রদান, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত না করা, দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে বা অসুস্থ হলে মালিকপক্ষ বা নিয়োগকর্তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে। পরিবারের সদস্যদের সাথে শিশুদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে হবে।।

গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের লেখা-পড়া, থাকা-খাওয়া এবং তাকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো থেকে বিরত রাখতে হবে। প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার বাবা-মা বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা, শিশুরা যেন কোনরূপ শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

www.pathagar.com

## শিশুদের জন্য লড়াই করা

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا -

তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহর পথে অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য লড়বে না, যারা দুর্বলতার কারণে নির্যাতীত হচ্ছে ? তারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব ! এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা জালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কোন বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী তৈরী করে দাও- নেসা ৭৫

এখানে এমন সব মজলুম শিশু, নারী ও পুরুষদের দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যারা মক্কায় ও আরবের অন্যান্য গোত্রের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাদের হিজরত করার শক্তি ছিল না এবং নিজেদেরকে কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন থেকে রক্ষা করার ক্ষমতাও ছিল না। এদের ওপর বিভিন্ন প্রকার জুলুম চালানো হচ্ছিল। কেউ এসে তাদেরকে এই জুলুমের সাগর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে, এই ছিল তাদের দোয়া ও প্রত্যাশা। এখানে এমন সব মজলুম শিশুদের অধিকার রক্ষা করার জন্য লড়াই করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

## বাপের চেয়ে মায়ের হক বেশি

মায়ের অগ্রাধিকার সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত : জনৈক মহিলা বলল : "হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এই ছেলের জন্য আমার পেট ছিল তার বাসস্থান, কোল ছিল দুর্গ আর স্তন ছিল খাদ্য ও পানীয় এর ভাণ্ডার অথচ তার বাবা তাকে ছিনিয়ে নিতে চায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তুমি যদি বিয়ে না কর তবে তুমিই তাকে রাখার বেশি হকদার। (আবু দাউদ মযহাবী, আহমাদ)

হযরত ওমর (রা.) এর ঘটনা, হযরত ওমর (রা.) এর তালাপ্রাপ্তা স্ত্রীর ছেলে আসেমকে একবার কুবা মসজিদ চত্বরে খেলাধুলা করতে দেখে তিনি সেখানে

www.pathagar.com

গেলেন। তার ছেলে আসেমকে কোলে নিয়ে বাহনের পিঠে রাখলেন। ছেলের নানী হযরত ওমর (রা.) এর সাথে ছেলে নিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিল।

হযরত আবু বকর (রা.) এর কাছে সালিশ গেল। নানী বলে আমার, হযরত ওমর (রা.) বলেন আমার সন্তান। হযরত আবু বকর (রা.) ফায়সালা করে বললেন ঐ ছেলেকে তার নানীর সাথে যেতে দাও। যতদিন ছেলের মা অন্যস্থানে বিয়ে না করবে, ততদিন সেই তার সন্তান পালনের অগ্রগণ্য হকদার। মা, নানী, বোন, খালা, ভাতিজী এভাবে একজন না থাকলে পরপর ক্রম হকদার আত্মীয় সন্তান পালন করার অগ্রাধিকার পাবে। যখন এরকম কাউকেই সন্তান পালন করার জন্য পাওয়া না যাবে তখন পিতা, দাদা, চাচা ইত্যাদি ক্রম অনুসারে সন্তান পালনের অধিকার বা দায়িত্ব হবে।

## সন্তান পালনকারীর বৈশিষ্ট্য

সন্তান পালনকারীর বৈশিষ্ট্য হবে ১. বুদ্ধিমান ২. প্রাপ্ত বয়স্ক ৩. সৎ চরিত্র ও বিশ্বস্ততা ৪. মুসলিম। কোন কাফেরকে কোন মুসলমানের অভিভাবকত্ব দেয়া যাবে না।

وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

"আল্লাহ কখনো কোন কাফেরকে মুমিনদের উপর কর্তৃত্ব দিবে না।"

(সূরা নিসা :১৪১)

## বাংলাদেশের অপুষ্টিজনিত শিশু

বিশ্ব ব্যাংকের জরীপে অপুষ্টিজনিত কারণে বাংলাদেশের শিশুরা বিশ্বে শীর্ষস্থান দখল করেছে যা মোটেই কাঙ্খিত নয়। মোট জনগোষ্ঠীর ২৬% অপুষ্টিতে ভুগছে। ৫ বছর বয়সের পূর্বেই ৪৩% শিশু মারা যায়। প্রতি পাঁচ শিশুর একজন ভিটামিন এ এবং প্রতি দু'জনের একজন রক্তস্বল্পতাজনিত রোগে ভুগছে। সকলের এ বিষয়ে খেয়াল রাখা দরকার।

## মা শাক-সবৃজি খেলে শিশুর পেট ভাল থাকে

যেসব মা বুকের দুধ পান করিয়ে থাকেন, তাঁদের বরং বেশি করে শাকসবজি খাওয়া উচিত, যাতে আয়রন ও অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজের ঘাটতি না হয়।

www.pathagar.com

শিশুর পেট খারাপ হয় কেনা দুধ খাওয়া, অপরিচ্ছন্ন ফিডার-বোতল ব্যবহার, না ফোটানো পানি পান করানো ইত্যাদি।

## শিশুদের অনাকাংখিত আচরণ

শিশুরা মারামারির পরপরই সঙ্গীটির সঙ্গে রাগ মিটিয়ে ভাব করে নিতে পারে। কিন্তু কিছু শিশুর আক্রমণাত্মক প্রবণতা অভিভাবকদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। বাবা-মায়ের প্রতি রাগ বা অভিমান হলে অথবা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শিশুরা নানা অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করতে পারে। টিভিতে মারামারি ও হিংসাত্মক কার্টুন বা অনুষ্ঠান বেশি দেখলে বা পারিবারিক নির্যাতন নিয়মিত প্রত্যক্ষ করলে শিশুর মনোজগতের বিরাট ক্ষতি হয়। পরিণামে শিশুটি হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

এ সময় বাবা-মাকে পাহাড়ের মত ধৈর্য্য ধরতে হবে এবং প্রচুর আদর ও সেবা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে চোখের পানি ফেলে দোয়া করে শিশুকে সুস্থ করে তুলতে হবে।

### ভয়ংকর সাবধানবাণী

বাংলাদেশের শতকরা নব্বই ভাগ শিশুই পারিবারিক গণ্ডিতে ধর্ষণ থেকে শুরু করে স্পর্শজনিত নিপীড়ন ও যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

## প্রথম সবক 'আল্লাহ'

১. বাচ্চা ছেলে হোক মেয়ে হেক তাকে সমান মহব্বত দিয়ে কোলে নেয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলা। উল্লেখ্য যে, যার মেয়ে সন্তান হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সৌভাগ্যের অধিকারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

২. সুন্নাত অনুযায়ী কপালে ও হাতে চুমু দেয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।

৩. বাচ্চাকে বেশির ভাগ সময় তার কানের পাশে আল্লাহ, আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করা।

৪. এর ফলে বাচ্চাও যখন আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করবে, বাবা মার (ভাইবোন সহ) কপালে ও হাতে চুমু দিবে তখন জীবন সার্থক মনে হবে।

www.pathagar.com

## পেশাব পায়খানা

১. কোলে নেয়ার শুরুতে সতর্কতামূলক একটু দাঁড় করানোর মত করলে যদি তার প্রয়োজন হয় তাহলে সমস্যার সমাধান হবে।

২. পেসাব করার জন্য 'হিস হিস' শব্দের আগে বা পরিবর্তে "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল খুবসে অল খাবায়েশ" হে আল্লাহ দুষ্ট জিনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করো বলা- তাতে নিজেরও লাভ হলো বাচ্চারও দুষ্ট জিনের ক্ষতি থেকে রক্ষার ব্যবস্থা হলো।

৩. আধা ঘন্টা থেকে ১ ঘন্টার মাথায় আবার ১ নম্বর কাজটা করা– কারণ বাচ্চাদের কাজই হচ্ছে খাওয়া ও পেশাব পায়খানা করা, Load অথবা Unload করা। মনে রাখতে হবে 'কান্না'ই হচ্ছে তার সিগন্যাল সংকেত- এ থেকেই বুঝতে হবে– তার Load অথবা Unload দরকার।

## কচি হাতে সালাম মুসাফাহ

১. বাচ্চা কোলে নিয়েই 'আসসালামু আলাইকুম' বলে হাতে হাত মিলিয়ে মুসাফাহা করার প্রশিক্ষণ চালানো। বার বার প্রতিদিন আসসালামু আলাইকুম কথাটি বলতে থাকলে নিজেরও শান্তি আসবে, বাচ্চাকেও শান্তির আবাসে লালন পালন করা যাবে।

২. শিশুর কচি হাতের আঙ্গুল গুলোর মধ্যে নিজের আঙ্গুল স্পর্শ করে 'আসসালামু আলাইকুম' বলা কাজটি সকলেই চালু করলে অল্প ব্যবধানেই শিশুটি তা রফত করে নিতে পারে। অভিজ্ঞতায় এটি জানা যায়।

৩. বাচ্চাকে কোলে নিয়ে চুপচাপ থাকাটা শিশুর জন্য প্রশিক্ষণ হয় না। ভাল ও সুন্দর কথা শুনানো একটা প্রশিক্ষণ।

## আজেবাজে কথার বদলে ভালো কথা

অনেকেই আছেন বাচ্চা কোলে নিলে কাঁদতে আরম্ভ করে। আর তখন তাকে চুপ করানোর জন্য মুখের মধ্যে যা আসে তাই বলা শুরু করে। যদি কাজ সফল না হয় তখন–

ভয় দেখায়, সাপ, কুকুর, বিড়াল, বাঘ সহ বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের ভয় দেখায়। এমন কি জানোয়ারের নামে যখন কাজ হয় না তখন তাদের ডাকগুলো অভিনয় করে বলতে শুরু করে– ম্যাউ, ম্যাউ, খেউ ঘেউ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

এ সকল শব্দ বলার পরিবর্তে আল্লাহর ভয়, জাহান্নামের আগুনের ভয়,কবরের সাপের ভয় কথাগুলো দিয়েও তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। জান্নাতের আকর্ষণীয় ফলমূলের লোভ ও দেয়া যেতে পারে। চুপ করে গেলে বড়দের কথা শুনলে তাকে ভালো ভালো খাবার দেয়ার কথা বলা যায়। বাবা-মার কথা শুনলে মধুর শরবত দুধের শরবরত, খেজুর, আঙ্গুর, ডালিম সহ কুরআন মাজিদে বর্ণিত জান্নাতী ফলমূলের কথা শুনানো যায়। পাখীর গোশত, বাগবাগিচার ফলমূল ও ঝর্নাধারার কথা বলা যায়।

কেউ তো বাচ্চার কান্নাকাটি থামানোর জন্য শেষ পর্যন্ত থাপ্পর মেরেও দেয়। ফলে চুপ করার বদলে আরো জোরে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। পরিবেশ খারাপ করে বাড়িতে অশান্তি সৃষ্টি করে ফেলে।

বুঝতে হবে বাচ্চা কান্নাকাটি করা মানে তার কিছু দরকার জানিয়ে দেয়া, হতে পারে ক্ষুধার্ত, হতে পারে পেটের কষ্ট ইত্যাদি।

### দুধ খাওয়ানোর মজুরী

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِیْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِیْ وَ لِوَالِدَيْكَ اِلَیَّ الْمَصِيْرُ -

আর প্রকৃতপক্ষে আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার হক চিনে নেবার জন্য নিজেই তাকিদ করেছি। তার মা দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের গর্ভে ধারণ করে এবং দু'বছর লাগে তার দুধ ছাড়তে। আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং নিজের পিতা-মাতার প্রতিও, আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে। (লুকমান :১৪)

وَ الْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ * وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَ اِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ -

www.pathagar.com

যে পিতা তার সন্তানের দুধ পানের সময়-কাল পূর্ণ করতে চায়, সে ক্ষেত্রে মায়েরা পুরো দু'বছর নিজেদের সন্তানদের দুধ পান করাবে। এ অবস্থায় সন্তানদের পিতাকে প্রচলিত পদ্ধতিতে মায়েদের খোরাক পোশাক দিতে হবে। কিন্তু কারোর ওপর তার সামর্থের বেশী বোঝা চাপিয়ে দেয়া উচিৎ নয়। কোন মা'কে এ জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না যে সন্তানটি তার। আবার কোন বাপকেও এ জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না যে, এটি তারই সন্তান। দুধ দানকারিণীর এ অধিকার যেমন সন্তানের পিতার ওপর আছে তেমনি আছে তার ওয়ারিশের ওপরও। কিন্তু যদি উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চায়,তাহলে এমনটি করায় কোন ক্ষতি নেই। আর যদি তোমার সন্তানদের অন্য কোন মহিলার দুধ পান করাবার কথা তুমি চিন্তা করে থাকো, তাহলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই, তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, এ জন্য যা কিছু বিনিময় নির্ধারণ করবে তা প্রচলিত পদ্ধতিতে আদায় করবে। আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করো না কেন সবই আল্লাহর নজরে আছে। (সূরা বাকারা: ২৩৩)

ইবনে আব্বাস (রা.) এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছ'মাস। কারণ কুরআনের অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, "তার পেটের মধ্যে অবস্থান করা ও দুধ ছেড়ে দেয়ার কাজ হয় ৩০ মাসে। (আল আহকাফ, আয়াত ১৫) এটি একটি সূক্ষ্ম আইনগত বিধান এবং এর ফলে বৈধ ও অবৈধ গর্ভের অনেক বিতর্কের অবসান ঘটে। (সূরা বাকারা : ২৩৩)

মায়েরা পুরো দুই বছর দুধ পান করাবে তাদের সন্তানদেরকে, যদি পূর্ণ মেয়াদ দুধ পান করাতে চায় আর পিতার কর্তব্য হলো মায়েদের যথারীতি ভরণ পোষণ করা।

## কতদিন পর্যন্ত লালন পালন

শিশু যতদিন একা একা তার নিজের অত্যাবশকীয় কাজ সমাধা করতে না পারবে যেমন–

১. একা একা খাওয়া ২. একা একা কাপড় পরা ৩. একা একা নিজেকে পরিষ্কার করা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

এসব ক্ষমতা কত বছরে হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। সাধারণত বালকের সাত বছর বয়স হলেই এবং বালিকার নয় বছর বয়স হলেই তার লালন পালনের মেয়াদ শেষ হয়।

১৯২৯ সালে মিশরের আইনের ২৫ নং আইনের ২০ নম্বর ধারায় মহিলাদের দ্বারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের লালন পালনের মেয়াদ নয় থেকে এগার বছর বয়স পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

## ছেলে কে পাবে বাবা না মা?

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল হে আল্লাহর রাসূল আমার স্বামী আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে চায়; অথচ এই ছেলে আমাকে মদীনা হতে এক মাইল দূরে অবস্থিত আবু আনাবার কুপ থেকে পানি এনে পান করিয়েছে এবং আরো অনেক উপকার করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেটিকে বললেন, এই যে তোমার বাবা, আর এই তোমার মা, যাকে চাও হাত ধরো। ছেলেটি তার মায়ের হাত ধরলো। অতঃপর মহিলা ছেলেকে নিয়ে চলে গেল। (আবু দাউদ)

যদি ছেলে দু'জনের হাতই ধরে তবে লটারীর সাহায্যে তা সমাধান করে দিতে হবে।

ইমাম মালেক (রহ:) বলেছেন, ছেলের দাঁত পড়া পর্যন্ত তার উপর তার মায়ের অধিকার বেশি। এটা ছেলে শিশুর জন্য প্রযোজ্য। ইমাম আবু হানীফা (রহ:) বলেছেন, মেয়ে শিশুর যৌবন লাভ করা পর্যন্ত বা বিয়ে হওয়া পর্যন্ত তার উপর মায়ের হক বেশি।

### নামাজের অভ্যাস সাত বছর থেকেই

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْآ اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ -

www.pathagar.com

"হে মুমিনগণ তোমরা তোমাদের নিজেদের এবং পরিবারের সদস্যদের সেই আগুন থেকে রক্ষা কর যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে রুঢ় স্বভাব ও কঠোর হৃদয় ফেরেশতারা নিয়োজিত থাকবে যারা কখনো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তাই পালন করে।" (সূরা তাহরীম : ৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ছেলে মেয়েকে সাত বছর বয়সেই নামাজের আদেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে নামাজ না পড়লে প্রহার কর এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও। নামাজ পড়ানো, কুরআন শিখানো বাবা মার উপর নির্ভর করে। যদি মায়ের কাছে থাকলে ভালো হয় তবে সন্তান মায়ের কাছে থাকবে আর যদি পিতার কাছে থাকলে ভালো হয় তবে পিতার কাছে থাকবে। ভালোভাবে মুসলিম হয়ে গড়ে উঠার জন্য যার কাছে থাকলে অনুকূল পরিবেশ পাবে তার কাছেই থাকবে।

## সফরে শিশুর অবস্থান

পিতামাতার কোন একজন সফরে গেলে শিশু অন্যজনের কাছে থাকবে, যিনি বাড়িতে থাকবেন। শিশুর জন্য উপকারী বিশ্বস্ত পরিবেশ ও ব্যক্তি দেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে শিশু কার কাছে রেখে যাওয়া উচিত।

## শিশুদের রোযা পালন

আশুরার ১০ তারিখ সকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যারা সকালে খেয়েছে তারা দিনের বাকী অংশে আর কিছু খাবে না, আর যারা রোযা রেখেছে তারা রোযা পুরা করবে। হাদীস বর্ণনাকারীনী রুবাই বিনতে মুয়াজ (রা.) বলেন, এরপর আমরা রোযা রাখতাম এবং আমাদের শিশুদের রোযা রাখাতাম, তাদেরকে আমরা তুলা বা পশমের খেলনা তৈরি করে দিতাম তারা কেউ খাবার জন্য কাঁদলে আমরা তাকে এ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত।

এ হাদীস থেকে শিশুদের রোযা রাখার ব্যাপারে জানা যায়। আর তারা ক্ষুধায় কাঁদলে খেলনা সামগ্রী দিয়ে ভূলিয়ে রাখার কথাও বলা হয়েছে যাতে রোযা পূর্ণ হয়ে ইফতারের সময় এসে যায়।

www.pathagar.com

## শিশুরা আমানত

শিশুরা আমাদের কাছে পবিত্র আমানত। এ আমানতের সদ্ব্যবহার জরুরী। শিশুকে কৃষি জমির সাথে তুলনা করা যায়। জমি থেকে আগাছা দূর করা, সেচ দেয়া, সার দেয়া যত্ন করা এসব করেই ঘরে ফসল তোলা যায়। ঠিক একইভাবে একটি শিশুকে কৃষকের জমির ফসল গড়ে তোলার মত করে গড়ে তোলা দরকার।

## শিশুদের শাসন করা

নামাজের বয়স ৭ থেকে শুরু ১০ বছরে গিয়ে শাসন করার ও বিছানা আলাদা করে দেয়ার কথা উল্লেখ আছে। নামাজ যেমন অভ্যাসে পরিণত করার জন্য শিশুদের যত্ন নিতে হয় তেমনি রোযাও যাতে অভ্যাসে পরিণত হয় তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সকল মানব শিশু ফিতরাতের (দ্বীন ইসলামের) উপর জন্মগ্রহণ করে। পরে তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদী খ্রিস্টান অগ্নিপূজক বানায়। পশু যখন নিখুঁত বাচ্চা প্রসব করে তখন কি তার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পাও? মানুষই পরে তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে খুঁত সৃষ্টি করে। (মিশকাত)

শিশু শিক্ষাকে ইসলাম ফরজ করেছে তার সন্তানকে যেভাবে গড়বে সেভাবে সে গড়ে উঠবে। শিশু ইসলামী শিক্ষার পূর্ব শর্ত হলো মা বাবাকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। সন্তানের জন্যই মা-বাবাকে শিশু শিক্ষার প্রশিক্ষন নিতে হবে। বাবা মা এ ব্যাপারে অন্ধ হলে আরেক অন্ধকে কিভাবে পথ দেখাবে?

## শিশু অনুকরণ প্রিয়

শিশুরা অন্যের কাজ কর্ম কথা চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। তারা পরামর্শের চেয়ে বানরের মত অন্যের কাজ কর্ম দেখে কাজ করতে আগ্রহী। কাজ ভালো না মন্দ তা দেখার চিন্তা করার ধার ধারে না। সেজন্যই মা-বাবাকে বিশেষ করে মা-কে আকাঙ্ক্ষিত গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে। তাহলেই সন্তান আকাঙ্ক্ষিত গুণাবলী রপ্ত করতে পারবে। খারাপ কথা, খারাপ কাজ থেকে মা-বাবাকে দূরে থাকতে হবে– শিশুকে শিক্ষা দেয়ার জন্যই।

www.pathagar.com

## কেমন শিক্ষকের কাছে পড়াবেন

আমর বিন আকাবা বিন সুফিয়ান একদিন তার সন্তানের শিক্ষককে ডেকে বললেন– "আমার সন্তানের সংশোধন তোমার সংশোধন দাবী করে। কেননা তাদের চোখ তোমার উপর নিবন্ধ, তুমি যা করো সেটাকেই তারা ভালো এবং তুমি যা করো না সেটাকেই তারা মন্দ মনে করে।"

এ থেকে ছেলেমেয়েকে কেমন শিক্ষকের কাছে পড়াবেন তা বাছাই করে নিতে হবে। একজন বেনামাজী শিক্ষকের কাছে ছেলে-মেয়েকে পড়তে দিয়ে তাকে নামাজী বানানো আশা করা যায় না, এমন শিক্ষকই নিয়োগ দিতে হবে যে নিজে নামাজ রোযা করে এবং তার ছাত্রকেও নামাজ রোযা করানোর পরিবেশ তৈরি করে দিবে। ভালো শিক্ষকের প্রভাব ছেলে-মেয়েরা উপর ভালো হয়, খারাপ শিক্ষকের প্রভাবে ছেলে-মেয়েরা খারাপ হয়।

## শিক্ষা দেয়ার বিষয়

ছেলেমেয়েকে প্রথমে যে সব শিক্ষা দেয়া দরকার তা মনে রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে– ১. ঈমান ২. ইসলাম ৩. কোরআন ৪. হাদীস।

এ ভিত্তিগুলোকে প্রথমে অন্তরে গেথে দিয়ে অতঃপর প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষা দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানদেরকে সাঁতার, তীর নিক্ষেপ ও অশ্বারোহন শিক্ষার আদেশ দিয়ে বলতেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে এ সকল বিষয় শিক্ষা দাও। (জামে সাগীর সুয়ূতী ১ম খণ্ড)

পিতার উপর সন্তানের হক তাদেরকে লেখাপড়ার পাশাপাশি সাঁতার, তীর নিক্ষেপ শিক্ষা দেয়া ও হালাল খাবার ছাড়া অন্য খাবার না দেয়া।

## তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সন্তানকে দিতে বললেন তা হলো–

১. লেখাপড়া, সব কিছুর আগে এটিকে মজবুতভাবে সন্তানের মধ্যে প্রবেশ করানো। কারণ এটার ভিত্তিতেই সন্তান সারা জীবন চলতে পারে। একটা সভ্য জাতি গড়ার জন্য এটাই প্রথম হাতিয়ার।

www.pathagar.com

২. সাঁতার শারীরিক মজবুতির জন্য সাঁতার প্রশিক্ষণ। এ জাতীয় হালাল ও শরীয়ত সম্মত সকল প্রকার খেলাধূলা ও শরীর চর্চার মাধ্যমে সন্তানকে গড়ে তুলতে হবে।

৩. তীর নিক্ষেপ জিহাদের জন্য তীর নিক্ষেপ প্রশিক্ষণ দেয়া।

মুমিনের জীবনের সার্থকতা উপরোক্ত তিনটি প্রশিক্ষণ যথেষ্ট। শেষ পর্যায়ে বলা হয়েছে হালাল খাবার দিয়ে শরীর গঠন করতে হবে। যে কোন ধরনের হারাম খাবার থেকে দূরে রাখতে হবে।

## সন্তান দুনিয়ার জীবনে সৌন্দর্য

اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا -

এ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের একটি সাময়িক সৌন্দর্য-শোভা মাত্র। আসলে তো স্থায়িত্ব লাভকারী সৎকাজগুলোই তোমার রবের কাছে ফলাফলের দিক দিয়ে উত্তম এবং এগুলোই উত্তম আশা-আকাঙ্ক্ষা সফল হবার মাধ্যম। " (সূরা কাহাফ : ৪৬)

## মেয়েকে জীবিত পুঁতে ফেলত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের সাথে আহারে ভাগ বসাবে এ ভয়ে সন্তানদেরকে হত্যা করা" কবীরা গুনাহ। (বুখারী ৫৫৬৯)

যে বাপ মা তাদের মেয়েকে জীবিত পুঁতে ফেলেছে আল্লাহর কাছে তারা এত বেশী ঘৃণিত হবে যে, তাদেরকে সম্বোধন করে একথা জিজ্ঞেস করা হবে না, তোমরা এই নিষ্পাপ শিশুটিকে হত্যা করেছিলে কোন অপরাধে? বরং তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ছোট্ট নিরপরাধ মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাকে কোন অপরাধে মেরে ফেলা হয়েছিল। জবাবে সে নিজের কাহিনী শুনাতে থাকবে। জাহেলীয়াত তাদেরকে নৈতিক অবনতি এমন নিম্নতম পর্যায়ে পৌছিয়ে দিয়েছে যার ফলে তারা নিজেদের সন্তানকে নিজ হাতে জীবিত অবস্থায় মাটির মধ্যে প্রোথিত করার কাজ করছে। এর মধ্যে আখেরাতের অপরিহার্যতার

www.pathagar.com

ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এ অন্যায়ের বিচার কোথাও হওয়া দরকার এবং যেসব জালেম এই জুলুমের কাজটি করেছে তাদের এই নিষ্ঠুরতার জন্য তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা কম হোক এবং তাদের লালন পালনের বোঝা যেন বহন করতে না হয়, পরবর্তীকালে অর্থ উপার্জনে সহায়তা করবে এই আশায় ছেলেদের লালন পালন করা হতো। কিন্তু মেয়েদের ছোটবেলায় লালন পালন করে বড় হয়ে গেলে বিয়ে দিয়ে অন্যের ঘরে পাঠিয়ে দিতে হবে, এ কারণে মেরে ফেলে দেয়া হতো। যার যত বেশি ছেলে হবে তার তত বেশী সাহায্যকারী হবে। মেয়েকে হামলাকারীরা লুটে নিয়ে যেতো, তাদেরকে বাঁদী বানিয়ে রাখতো অথবা কোথাও বিক্রি করে দিতো। এসব কারণে আরবে প্রসবকালেই মায়ের সামনেই একটি গর্ত খনন করে রাখা হতো। মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তখনই তাকে গর্তে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দেয়া হতো।

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন : আমার একটি মেয়ে ছিল। সে আমাকে খুব ভালোবাসতো। তার নাম ধরে ডাকলে সে দৌড়ে আমার কাছে আসতো। একদিন আমি তাকে সাথে করে নিয়ে হাঁটতে লাগলাম। পথে একটি কুয়া পেলাম। তার হাত ধরে ধাক্কা দিয়ে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিলাম। তার যে শেষ কথাটি আমার কানে ভেসে এসেছিল, হায় আব্বা! হায় আব্বা! একথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁদে ফেললেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তারপর তিনি তাকে বললেন : তোমার ঘটনাটি আবার বর্ণনা করো। সেই ব্যক্তি আবার তা শুনালেন। ঘটনাটি আবার শুনে তিনি এত বেশী কাঁদতে থাকলেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেলো। এরপর তিনি বললেন জাহেলী যুগে যা কিছু করা হয়েছে আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। এখন নতুন করে জীবন শুরু করো।

## ইসলামে মেয়েদের মর্যাদা

"এই মেয়েদের সাথে যারা সদ্ব্যবহার করে তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণে পরিণত হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি দু'টি মেয়ের লালন পালন করে, এভাবে তারা বালেগ হয়ে যায়, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে ঠিক এভাবে আসবে। একথা তিনি নিজের আঙুলগুলো একসাথে করে দেখান।"

"যে ব্যক্তি তিন কন্যা বা বোনের লালনপালন করে, তাদেরকে ভালো আদব কায়দা শেখায় এবং তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা তার সাহায্যের মুখাপেক্ষী না থাকে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাত ওয়াজিব করে দেবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন : যে আল্লাহর রসূল! আর যদি দু'জন হয়। জবাব দেন, দু'জনকে এভাবে লালন পালন করলে তাই হবে।" (শরহুস সুন্নাহ)

"যার কন্যা সন্তান আছে, সে তাকে জীবিত কবর দেয়নি, তাকে দীনহীন ও লাঞ্ছিত করেও রাখেনি এবং পুত্রকে তার ওপর বেশী গুরুত্বও দেয়নি, আল্লাহ তাকে জান্নাতে স্থান দেবেন।" (আবু দাউদ)

"যে মুসলমানের দু'টি মেয়ে থাকবে, সে যদি তাদেরকে ভালোভাবে রাখে, তাহলে তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।" (ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদ)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরাকাহ ইবনে জা'শূমকে বলেন, আমি কি তোমাকে বলবো সবচেয়ে বড় সাদকাহ কি। সুরাকাহ বলেন, অবশ্যই বলুন হে আল্লাহর রসূল ! তিনি বলেন তোমার সেই মেয়েটি যে (তালাক পেয়ে অথবা বিধবা হয়ে) তোমার দিকে ফিরে আসে এবং তুমি ছাড়া তার আর কোন উপার্জনকারী থাকে না।" (ইবনে মাজাহ ও বুখারী ফিল আদাবিল মুফরাদ)

এই শিক্ষার ফলে মেয়েদের ব্যাপারে যেসব জাতি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে তাদের সবার দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে গেছে।

## শিশুদের আদর করা সুন্নাহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদেরকে আদর স্নেহ করতেন। কোলে নিতেন, ঘাড়ে নিতেন, হাসি-ঠাট্টা খেলাধূলাও করতেন। নাতি, হাসান, হোসাইনের সাথে খেলার জন্য অনেক অমূল্য সময় ব্যয় করতেন তাদের হাসাতেন ও আনন্দ দিতেন।

www.pathagar.com

একবার নামাজের সময় হাসান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিঠে চড়ে বসে। তিনি সিজদা দীর্ঘ করেন। সাহাবীগণ সিজদা দীর্ঘ করার কারণ জানার সময় বললেন আমি তাকে পিঠ থেকে দ্রুত নামানো পছন্দ করিনি।

তোমাদের এই উটটি কতইনা ভালো আর তোমরা দুজন কতই না উত্তম সওয়ার। স্নেহ ভালোবাসা আদর কাকে বলে। তিনি নামাজে দাঁড়ানোর সময় নাতিন উম্মেমা বিনতে যয়নাবকে তুলে নিতেন এবং সাজদায় গেলে মাটিতে রেখে দিতেন। (বুখারী মুসলিম)

## আদব কায়দা

তিনি সন্তানদেরকে আদর করা ও আদব শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে ঐতিহাসিক কথাটি বলে গেছেন–তোমরা সন্তানদেরকে আদর করো ও সুন্দর আদব কায়দা শিক্ষা দাও।

তিনি আরো বলেন– শিশুদেরকে ভালোবাস ও তাদেরকে আদর যত্ন ও সোহাগ করো। যদি তাদেরকে কোন জিনিস দেয়ার ওয়াদা করো তাহলে তা তাদেরকে দাও। তারা এটা ছাড়া আর কিছু দেখে না যা তোমরা তাদেরকে খাবার হিসেবে দাও। পরিবারে শিশুর হাসি একটা বড়ই নিয়ামত। কেউ যদি তার সাথে না হাসে বড় হলেও সে মুখে আর হাসি দেখা দেয় না। সমাজের কাউকেও সে ভালোবেসে গ্রহণ করতে পারে না– সে হয় সমাজের বোঝা।

## শিশুদের খেলনা

নির্দোষ খেলায় কোন বাধা নেই। বিয়ের আগে হযরত আয়েশা (রা.) কাপড়ের তৈরি খেলনা দিয়ে খেলতেন বিয়ের সময় ৯ বছর বয়সে সেগুলো সাথে নিয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে গিয়েছিলেন।

## শিশুদের কান্নায় নামাজ সংক্ষেপ হয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নামাজ পড়ানোর সময় শিশুদের কান্না কানে আসলে নামাজ সংক্ষেপ করতেন ও তাড়াতাড়ি শেষ করতেন এবং বলতেন আমি সন্তানের মায়ের কষ্ট পছন্দ করি না।

একদিন সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মেয়ে হযরত ফাতিমা (রা.) এর ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় হোসাইনের

www.pathagar.com

কান্না তার কানে আসে, তিনি মনে কষ্ট পান। বাসার ভিতরে গিয়ে ফাতেমাকে ভর্ৎসনা করে বলেন তুমি জান না যে আমি তার কান্নায় কষ্ট পাই। শিশুদেরকে হাসি খুশীর মধ্যে রাখা দরকার এবং যত কম কাঁদানো যায় ততই ভালো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যার শিশু সন্তান আছে সে যেন তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে।

## শিশুদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসা

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, লোকেরা নতুন গাছের ফল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নিয়ে আসতেন, তিনি তা গ্রহণ করে বলতেন– হে আল্লাহ আমাদের ফল, মাপযন্ত্র শা ও মুদে বরকত দিন– তারপর তিনি উপস্থিত সবচাইতে ছোট শিশুকে তা দিতেন। এ হাদীস থেকে যা শিক্ষা পাওয়া যায়–

১. গাছের নতুন ফল সবচাইতে ছোট শিশুকে দেয়া ২. ফল গ্রহণ করা সুন্নাত ৩. দোয়া করা ৪. নিজের লোভ-লালসা নিয়ন্ত্রণ করা।

## দানের সময় সমতা বজায়

ছেলে মেয়েদের কোন কিছু দান করার সময় সমতা লক্ষ্য করতে হবে।

কাউকে বেশি দেয়া, কাউকে কম দেয়া বা কাউকে না দেয়া গুনাহ ও অন্যায়।

১. একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন যে এক ব্যক্তি তার দু'পুত্রের মধ্যে একজনকে চুমু খেয়েছে অন্যকে চুমু দেয় নি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কেন দু'জনের মধ্যে সমতা রক্ষা করলে না? বৈষম্যকে ঘৃণা করলেন তা তিনি জানালেন।

২. নোমাম বিন বশীর (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তার পিতা ছেলে হিসেবে তাকে দান করে বললেন আমি আমার এ সন্তানকে দান করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তুমি কি তোমার অন্য সকল সন্তানকে অনুরূপ দিয়েছ? তিনি বললেন না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আমাকে গুনাহর কাজে সাক্ষী করো না।

www.pathagar.com

তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি চাও যে তারা সকলে তোমার সমান সেবা করুক ও নেক কাজ করুক। তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে ঐ রকম করবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করো (বুখারী)

## ছেলেকে বেশি মেয়েকে কম?

সমাজের বেশ কিছু মানুষ ছেলে মেয়েকে আদর করার ব্যাপারে কমবেশি করে থাকে। ছেলেকে বেশি আদর করে, মেয়েকে কম আদর করে। এটা খুবই অন্যায়। বরং মেয়েদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাজারে কেউ যায় তাকে বললেন তোমরা যখন বাজারে যাবে ও পরিবারের সদস্যদের জন্য উপহার কিনে নিয়ে আসবে, তোমরা অবশ্যই পুরুষের আগে মহিলাদের মধ্যে উপহার বণ্টন করবে। **পুরুষের আগে মহিলা (Ladies first) কথাটি হাদিস থেকেই নেয়া হয়েছে।**

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের আগে মহিলাদের উপহার দানের নির্দেশ দিয়ে মায়ের জাতিকে মর্যাদায় অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন।

## রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিশু প্রীতির আরো ঘটনা

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের সাথে নিয়ে এক সাথে আহার করেছেন।

২. তিনি তার যানবাহনে (সওয়ারীতে) তাদেরকে তার পিছনের আসনে নিয়ে উন্মুক্ত বাতাস খাইয়েছেন।

৩. ঈদের দিন এক পথের শিশু নোংরা কাপড় পরে রাস্তায় চোখের পানি ফেলছিল। কারণ সকলের বাবা-মা তাদের সন্তানকে নতুন জামা কাপড় দিয়ে ঈদে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার কেউ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থায় শিশুটিকে দেখে তার গায়ের ময়লা ঝেড়ে বাসায় নিয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে তার গায়ে নতুন জামা পরিয়ে বিশ্বশ্রেষ্ঠ আদর দিয়ে তাকে খুশি করলেন।

www.pathagar.com

## পুরস্কার দেয়া

ছোট শিশুদের ভালো কাজের জন্য পুরস্কার দেয়া যায়।

১. কুরআন তেলাওয়াত সুন্দর হবার জ্য পুরস্কার।

২. নামাজে নিয়মিত হবার জন্য পুরস্কার।

৩. রোযা রাখার জন্য পুরস্কার।

৪. লেখাপড়ায় ভালো ফলাফলের জন্য পুরস্কার।

৫. উত্তম ব্যবহার ও চরিত্রের জন্য পুরস্কার।

## কথা দিয়ে কথা রক্ষা করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে একজন মহিলা তার ছেলেকে বললো আসো আমি তোমাকে একটা জিনিস দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন কি দিবে? মহিলা সাহাবী বললো একটি ফল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যদি তুমি তাকে না দাও তাহলে তোমার একটা গুনাহ হবে কিংবা একটা কিছু মন্দ হবে।

## সন্তানের অধিকার

হযরত ওমর (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। পিতার উপর সন্তানের অধিকার কি? হযরত ওমর (রা.) বললেন– ১. সন্তানের উত্তম মা নির্বাচন। ২. উত্তম নাম রাখা। ৩. কুরআন শিক্ষা দেয়া। এ তিনটি কাজ করলে আশা করা যায় সন্তান উত্তম হবে।

মা ভালো হলেই সন্তান ভাল হয়। একটা কথা সকলেই বলে থাকেন। N. Bonapart এর কথা Give me a good mother i will give you a good nation.– আমাকে উত্তম মা দাও আমি তোমাকে একটা উত্তম জাতি উপহার দিব।

## চোখ শীতলকারী

সূরা ফোরকান ৭৪ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য একটা দোয়ার কথা বলে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا....

তারা বলে হে আমাদের রব আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে চোখ শীতলকারী বানিয়ে দাও এবং আমাদেরকে মুত্তাকী লোকদের নেতা বানিয়ে দাও। (সূরা ফোরকান : ৭৪)

**সকলে একই সাথে জান্নাতে থাকার দোয়া**

সূরা তুর এ আল্লাহ বলেন–

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ -

২১. যারা ঈমান গ্রহণ করেছে এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানসহ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে আমি তাদের সেসব সন্তানকেও তাদের সাথে (জান্নাতে) একত্রিত করে দেব। আর তাদের আমলের কোন ঘাটতি আমি তাদেরকে দেব না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জিত কর্মের হাতে জিম্মী রয়েছে।

এ বিষয়টি সম্পর্কে ইতিপূর্বে সূরা রা'দে এবং সূরা মু'মিনে দুটি জায়গায় উল্লেখিত সুখবরের চেয়ে অতিরিক্ত একটি বড় সুখবর শোনানো হয়েছে।

সূরা রা'দের ২৩ আয়াতে শুধু এতটুকু বলা হয়েছিল যে, জান্নাতবাসীদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তুতি এবং স্ত্রীদের মধ্যে যেসব ব্যক্তি নেককার তারা সবাই তার সাথে জান্নাতে যাবে।

আর সূরা মু'মিনে ৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতারা ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর কাছে এ বলে দোয়া করে যে, তাদের সন্তান, স্ত্রী এবং বাপ-দাদার মধ্যে যারা নেককার তাদেরকেও জান্নাতে তাদের সাথে একত্রিত করে দাও।

ঐ দু'টি আয়াতের বক্তব্যের চেয়ে অধিক যে কথাটি বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সন্তান যদি কোন না কোন পর্যায়ের ঈমানসহ তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাহলে সে ক্ষেত্রে পিতা তার সর্বোত্তম ঈমান ও আমলের কারণে যে মর্যাদা লাভ করেছে, আমলের দিক দিয়ে ঐ মর্যাদার উপযুক্ত না হলেও সন্তানদেরকে পিতার সাথে একত্রিত করা হবে। জান্নাতে তাদেরকে পিতা-মাতা সাথেই রাখা হবে। সন্তানদের সাথে একত্রিত করার জন্য পিতা-মাতাদের মর্যাদা হ্রাস করে

www.pathagar.com

পদাবনতি করা হবে না। বরং পিতা-মাতাদের সাথে একত্রিত করার জন্য সন্তানদের মর্যাদার পদোন্নতি দিয়ে ওপরে উঠানো হবে। সন্তানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে পিতা-মাতাদের কাছে নিয়ে যাবেন যাতে নিজ সন্তানদের থেকে দূরে অবস্থানদের কারণে মনকষ্ট না হয় এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিয়াতমসমূহ পূর্ণ করে দেয়ার ক্ষেত্রে এ কমতিটুকু না থেকে যায়।

কিন্তু কোন ঈমানদার ব্যক্তির সন্তান যদি ভাল মন্দ উপলব্ধি করার মত বয়সে উপনীত হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করে তবে তাদের তো এমনিতেই জান্নাতে যাওয়ার কথা এবং তাদের পিতা-মাতার চোখ জুড়ানোর জন্য তাদের সাথে একত্রে রাখার কথা।

সৎকর্মশীল ঈমানদারগণ যত বড় মর্যাদা সম্পন্নই হোক না কেন তাদের সন্তানরা নিজেদের কর্ম দ্বারা নিজেদের সত্তাকে মুক্ত না করলে তাদের বন্ধক মুক্তি হতে পারে না। বাপ-দাদার কর্ম সন্তানদের মুক্ত করতে পারে না। তবে সন্তানরা যদি যে কোন মাত্রার ঈমান ও আনুগত্য দ্বারা নিজেরা নিজেদের মুক্ত করতে পারে তাহলে আল্লাহতা'আলা জান্নাতে তাদেরকে নিম্ন মর্যাদা থেকে উচ্চ মর্যাদা দিয়ে বাপ-দাদার সাথে একত্রিত করে দেবেন। এটা নিছক আল্লাহ তাআলার মেহেরবানী ও দয়া। সন্তানরা বাপ-দাদার সৎকাজের এ সুফলটুকু অন্তত লাভ করতে পারে। তবে তারা যদি নিজেদের কর্মদ্বারা নিজেরাই নিজেদেরকে দোযখের উপযোগী বানায় তাহলে এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয় যে, বাপ-দাদার কারণে তাদেরকে জান্নাতে পৌছিয়ে দেয়া হবে।

## সর্বশেষ প্রহার এর শক্তি প্রয়োগ

যুক্তি সংগত কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত নয় এমন শাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। হাদীসে সাত বছরে নামাজ শিক্ষা, দশ বছরে প্রহার করে নামাজ এর ব্যবস্থা করতে বলেছে। সেই সাথে বিছানা আলাদা করে দিতে বলা হয়েছে।

আদর করে যে, শাসন করা তারই সাজে। কথাটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে খেয়াল রাখতে হবে অনেক সময় অপরের হাতে বড় মারধর থেকে বাঁচার জন্য নিজের ছেলেমেয়েকে মেরে সেখান থেকে নিয়ে চলে আসে। বড় প্রহার থেকে বাঁচার জন্যই ছোট প্রহার করা যায়। জাহান্নামের কঠিন আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য দুনিয়াতে একটু মার দেয়া বা প্রহারের ব্যবস্থা দোষণীয় নয়– বরং কল্যাণকর।

www.pathagar.com

## শিশুদের চুম্বন

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একবার এক বেদুইন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল আপনারা শিশুদের চুম্বন করেন আমরা তো করি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তর হতে মায়া মমতা তুলে নিলে আমরা তার কি করতে পারি? (বুখারী ৫৫৬৬)

আয়েশা (রা.) বলেন, এক মহিলা তার দুটি শিশু কন্যা সাথে নিয়ে ভিক্ষা চাইতে আমার কাছে আসল। আমার নিকট একটি খেজুর ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমি খেজুরটি তাকে দিয়ে দিলাম। সে তা তার দুটি কন্যাকে ভাগ করে দিয়ে দিল (নিজে কিছুই খেলনা)। সে উঠে দাঁড়াল এবং চলে গেল। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলে আমি এ কথা তার নিকট উল্লেখ করলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে মহিলা এভাবে দান করে দিল তাদের উপকার করল, করুনা প্রদর্শন করল তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে আড়াল করে দাঁড়াবে। (বুখারী ৫৫৬৩)

হযরত আবু কাতাদাহ (রা.) বলেন একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন তখন উমামা বিনতে আবুল আছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাঁধের উপর ছিল। এ অবস্থায় তিনি নামাজ পড়েছেন। রুকু করার সময় তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখতেন আর উঠে দাঁড়াবার সময় তখন তাকে তুলে নিতেন। (বুখারী ৫৫৬৪)

## গায়ে পেশাব করলে রাগ না করা

শিশু গায়ে পেশাব করে দিলে অনেকে রাগ করে থাকে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশু গায়ে পেশাব করে দিলে রাগ না করে পানি চেয়ে নিয়ে পেশাবের উপর ফেলে দিতেন।

আয়েশা (রা.) বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শিশুকে তাহনীক (মুখে চাবিয়ে কিছু দেয়া) করার সময় কোলে তুলে নিয়ে ছিলেন, তখন শিশুটি তার গায়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি চেয়ে নিলেন এবং পেশাবের উপর ফেলে দিলেন। (বুখারী ৫৫৭০)

www.pathagar.com

উসামা বিন যায়েদ (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ধরতেন এবং এক রানের উপর বসাতেন অন্য রানের উপর হাসানকে বসাতেন। তারপর উভয়কে মিলাতেন এবং দোয়া করতেন। "আল্লাহুম্মার হামহুমা ফাইন্নি আরহামুহুমা" "হে আল্লাহ এ দুজনের উপর রহম করো, আমিও তাদের দুজনের উপর দয়া করে থাকি।" (বুখারী ৫৫৭১)

## উপসংহার

শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত। তাদেরকে ভালোভাবে গড়তে পারলেই সে জাতিকে ভালোভাবে গড়া সম্ভব। আর শিশুদের গড়ার জন্য 'মা'-দের ভূমিকাই মুখ্য। তাই শিশু গড়ার জন্য 'মা'দের ভালো মান থাকতে হবে। কুরআন হাদীসের জ্ঞান ও তার আমল যদি 'মা'-দের মধ্যে ভালোভাবে স্থাপিত হতে পারে তবেই ভবিষ্যতের জাতির কর্নধার শিশুদের ভালোভাবে গড়া সম্ভব হবে। "Give me a good mother I shall give you a good nation" - নেপোলিয়াম বোনাপার্টের কথাটি কাজে লাগবে।

আগামীতে আল্লাহ তায়ালা কুরআন সুন্নাহর আলোকে আমাদের সকলকে ভালো মা, বাবা ও ভালো শিশু গড়ে তোলার তৌফিক দান করুন। আমীন ॥

**ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামিন।**

**সমাপ্ত**

www.pathagar.com

কল্যাণ প্রকাশনী